দৈনিক বাংলা

তারিখ 20 AUG 1988
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম 1

057

দৈনিক বাংলা

ঢাকা : শনিবার, ৩রা ভাদ্র, ১৩৯৫ : ২০শে আগস্ট, ১৯৮৮

শিশু শ্রমিকদের জন্য স্কুল

তৃতীয় বিশ্বের বহু দেশের মত আমাদের দেশেও শিশু শ্রমিক আছে। শিশু শ্রমিকের অস্তিত্ব আমাদের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতারই প্রতিফলন। আপাতত এ বাস্তবতাকে মেনে নিয়েই শিশু শ্রমিকদের ভাগ্য পরিবর্তনে পদক্ষেপ নেয়াই বিচক্ষণতার কাজ।

প্রত্যাশিত সুযোগ বঞ্চিত শিশু শ্রমিকদের ভাগ্যোন্নয়নের পদক্ষেপ নিয়ে প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ কল্যাণকামী প্রশাসনের অনন্য নজীর স্থাপন করেছেন। শিশু শ্রমিকদের জন্যে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে পাঁচটি বিদ্যালয় স্থাপিত হতে যাচেছ এবং প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেছেন এ কর্মসূচী সারাদেশে সম্প্রসারিত হবে।

বস্তুত, শিশু শ্রমিক বলে কিছু থাকার কথা নেই—এ ধারণার নির্ভর করে এদেশে বিপুল সংখ্যক শিশুকে অমানুষিক পরিশ্রমের মাঝ দিয়েই নির্বিবাদে জীবন শেষ করতে দেয়া হয়েছে। প্রেসিডেন্ট এরশাদ এই সত্যের অমানবিক দিক উপলব্ধি করে শ্রমজীবী শিশুদের শিক্ষা ও পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। যার ফলে এ বিদ্যালয়গুলোর প্রতিষ্ঠা এবং দেশব্যাপী বিস্তারের সম্ভাবনার উন্মোচন। শিক্ষার পাশাপাশি পরবর্তী জীবনের জন্যে মূলধন সঞ্চয় এ কর্মসূচীর আরেকটি আকর্ষণীয় দিক। এ কর্মসূচীর মাধ্যমে এসত্য প্রতিষ্ঠা পেল যে ভাগ্যবঞ্চিত হলেও এ মাটির কোনো সন্তানই পরিত্যক্ত নয়—রাষ্ট্র কিংবা সমাজ তার পাশে আছে। নতুন ভাগ্য রচনার উদ্যোগে বলিষ্ঠ সমর্থন তার আছে।

প্রতিটি শিশুর শিক্ষা তথা উন্নততর ভবিষ্যতের পথ উন্মুক্ত করার মাধ্যমেই স্বাধীনতা আর গণতন্ত্র তাৎপর্যময় হয়ে উঠতে পারে। এই বিশাল দায়িত্ব পালনের জন্যে এককভাবে সরকারী উদ্যোগ পর্যাপ্ত হতে পারে না। প্রয়োজন প্রতিটি সমাজসেবীর এগিয়ে আসা। আশার কথা, কোন শুভ উদ্যোগই যেমন পরিত্যক্ত থাকে না, পরিশ্রমী শিশুদের শিক্ষার এ নতুন উদ্যোগটিও থাকেনি। ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের একদল সমাজকর্মী যে আদর্শ স্থাপন করলেন সারা দেশেই তার বিস্তার ঘটবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

শিশু শ্রমিকদের শিক্ষার এই অনন্য শিক্ষা কর্মসূচীকে দ্রুত এগিয়ে নেয়া প্রয়োজন। আমরা মনে করি যদি কোথাও স্বতন্ত্র বিদ্যালয় নির্মাণ কষ্টকর মনে হয়, সাধারণ পাঠশালাগুলোকে ব্যবহার করে কর্মসূচীর বিস্তার ত্বরান্বিত করা যেতে পারে। আমাদের বিদ্যালয় ভবনগুলো দিনের একটি বড় অংশই অব্যবহৃত থাকে। সকালে কিংবা বিকালে শিশু শ্রমিকদের পঠন-পাঠন এসব বিদ্যালয়ে সহজেই আয়োজিত হতে পারে। এতে করে সম্পদের সাশ্রয় ঘটিয়েও লক্ষ্য অর্জন সম্ভব। আমরা সম্ভাব্য উদ্যোক্তাদের কাছে এ দিকটি বিবেচনার প্রস্তাব রাখছি।